দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 24 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

রাবি মন্নুজান হল প্রভোস্টের হুমকি

ফিল্ম শো'র আবেদন নাকচ হওয়ায় কোরআন শিক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা

রাজশাহী অফিস ঃ এক আওয়ামী হল প্রভোস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্নুজান হলে পবিত্র কোরআন শিক্ষার প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। ধর্মপ্রাণ ছাত্রীদেরকে ডেকে নানা রকম হুমকি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মন্নুজান হলের কতিপয় ছাত্রী হল মসজিদে পবিত্র কোরআন শিক্ষার উদ্যোগ নেয়। নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় তারা জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত মহিলা ক্বারী ক্বনার নিকট কোরআন শিক্ষা শুরু করেছিল। প্রতি শুক্র ও শনিবার বেলা ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত প্রায় মাসখানেক ধরে এ প্রোগ্রাম চলছিল। প্রোগ্রাম শুরু করার প্রায় ১৫/২০ দিন আগে উক্ত ছাত্রীরা হল প্রভোস্ট অধ্যাপিকা ফাহিমা খাতুনের নিকট এর অনুমতি চেয়ে আবেদন করে। কিন্তু হল প্রভোস্ট নানা টালবাহানা ও অজুহাতে অনুমতি দেননি।

এরপর ছাত্রীরা সরল বিশ্বাসে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। এতে হলের ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। কোরআন শিখতে অনেক ছাত্রীই অংশগ্রহণ করে। এর মাসখানেক পর আওয়ামী ও কমিউনিস্টপন্থী ছাত্রীদের প্ররোচনায় কোরআন শিক্ষার আসরের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ছাত্রীরা কোরআন শিক্ষা চালিয়ে যেতে থাকলে জোরপূর্বক তা বন্ধ করা হয়। তিনি উক্ত ছাত্রীদেরকে ডেকে হুমকি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। হল প্রভোস্ট ফাহিমা খাতুন আওয়ামী শিক্ষক গ্রুপের নেত্রী। আওয়ামী আমলেই তিনি নিয়োগ লাভ করে এখনো হলে আওয়ামী দাপট অব্যাহত রেখেছেন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামপন্থী ছাত্রীদের তিনি তটস্থ করে রেখেছেন। পবিত্র কোরআন শিক্ষা বন্ধ রাখার মাধ্যমে তিনি প্রকাশ্যে কোরআন ও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছে হলের ছাত্রীরা। তারা বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হলেও রহস্যজনক কারণে সম্পূর্ণ নীরব রয়েছেন।

জানা গেছে, উক্ত হল প্রভোস্ট কিছুদিন আগে হলে ফিল্ম শো'র জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরিয়াল বডির কাছে আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ তা নাকচ করে দেয়। এ ঘটনার প্রতিশোধ হিসেবে তিনি হলে পবিত্র কোরআন শিক্ষার প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। গতকাল ছাত্রশিবির নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসির সাথে সাক্ষাৎ করে উক্ত হল প্রভোস্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছে।